মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

গবেষণা সিরিজ-১

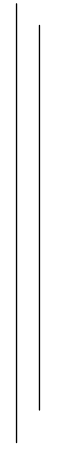

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1352-6

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯৭
ত্রয়োদশ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মিডিয়া প্লাস
২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০
ই-মেইল : mediaplus140@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব	২৮
৬	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাসমূহ	৩৩
৭	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সহজে জানা-বোঝার জন্য মানব-জীবনের কাজের শ্রেণিবিভাগ	৩৫
৮	মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয়	৩৬
	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে Common sense	
	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়	৪২
	'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়' বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	
	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে আল কুরআন	৪৪
	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৬৫
	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস	৬৬
৯	আকল/Common sense-এর মাধ্যমে জানা ন্যায়-অন্যায় কাজগুলোর তালিকা নির্ভুল ও পরিপূর্ণ কি না তা নিশ্চিত হওয়ার উপায়	৭৬
১০	পাথেয়ের মধ্যে যেগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ	৭৮
১১	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কুরআনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব	৮০
১২	শেষ কথা	৮১

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

কোনো কিছু ব্যবহার করে কল্যাণ পেতে বা সফল হতে হলে সেটা সৃষ্টি, তৈরি বা প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই মানুষকে তার জীবন ব্যবহার করে দুনিয়ায় কল্যাণ পেতে ও পরকালে সফল হতে হলে কী উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয় কী তা সঠিকভাবে জানা আবশ্যক। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে বর্তমান মুসলিমদের ধারণা কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) ও Common sense-এর প্রকৃত তথ্য থেকে বহু দূরে। এটি মুসলিমদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার একটি মূল কারণ।

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস মেনে নিয়ে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। মানব-জীবনের অন্য সকল কাজ মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের সহায়ক বিষয়। পুস্তিকাটিতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয় তুলে ধরা হয়েছে। পুস্তিকাটি মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বুঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানতে/বুঝতে/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; কমার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

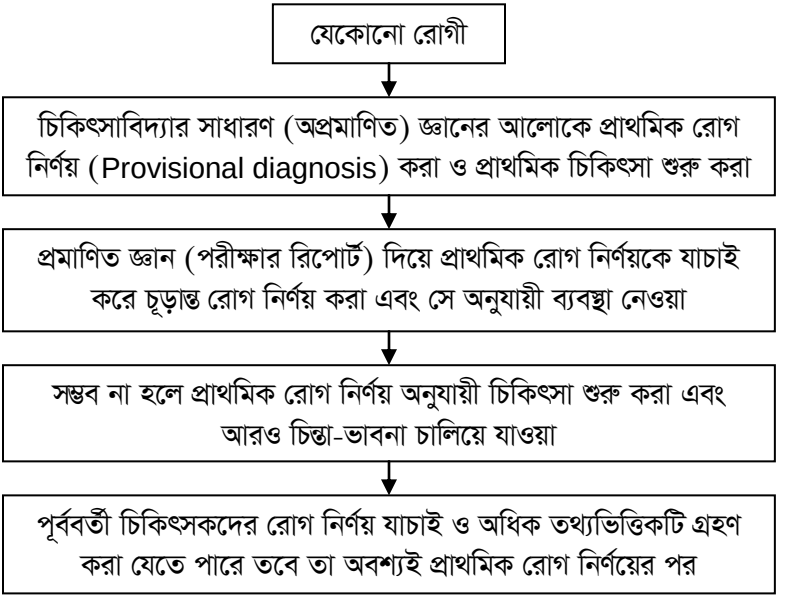

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

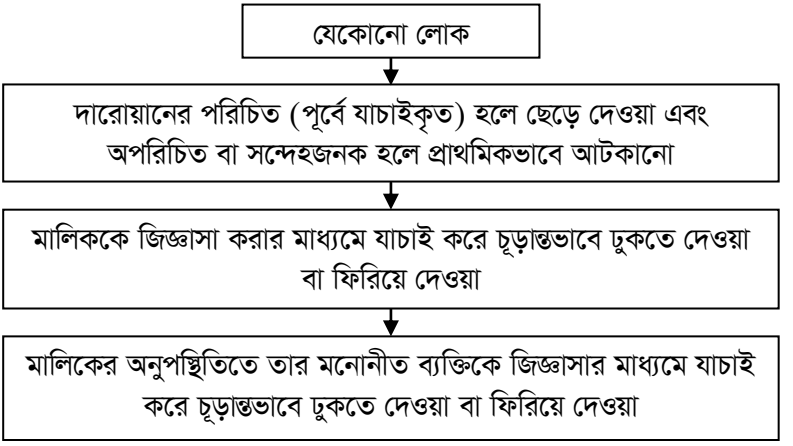

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

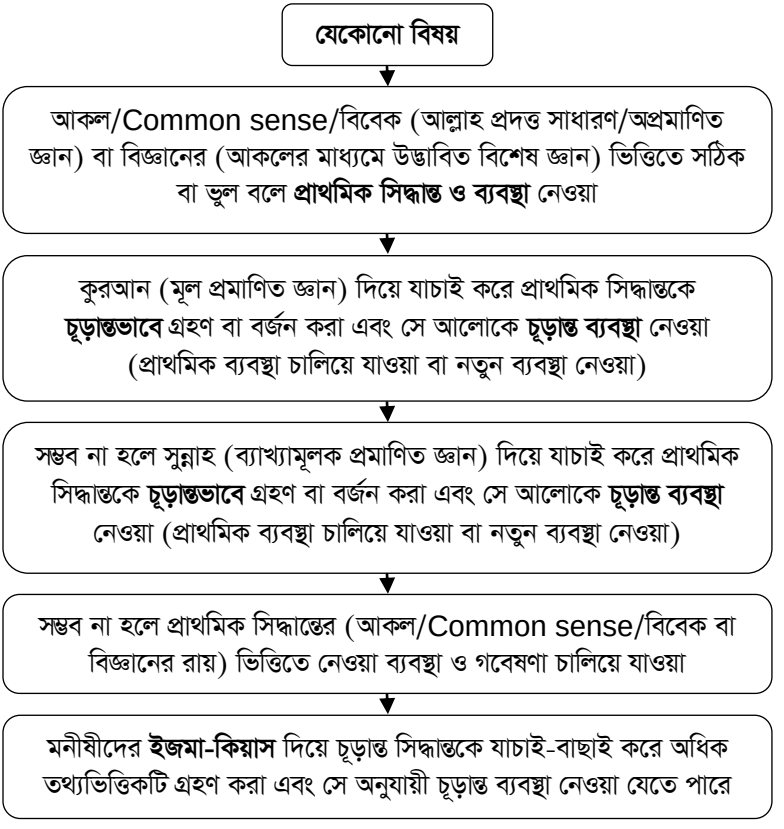

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

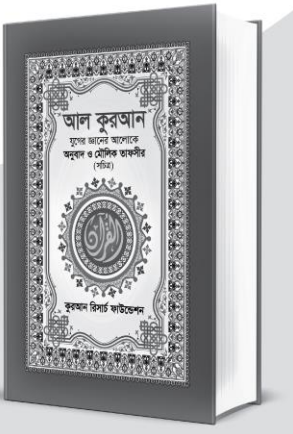

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

কোনো কিছুর উদ্দেশ্য হলো– যে লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সেটি সৃষ্টি, তৈরি বা প্রণয়ন করা হয়। আর পাথেয় হলো উদ্দেশ্যটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় বা বিষয়সমূহ। যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন। তাই তিনি ঐ উদ্দেশ্য ও পাথেয় জানিয়েও দেন। মানুষ সৃষ্টিরও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং পাথেয় আছে। স্বাভাবিকভাবে মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সে উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন এবং তিনি তা জানিয়েও দিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) ও Common sense-এর আলোকে মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয় জানা বা বোঝাও সহজ। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে যে ধারণাসমূহ বিদ্যমান সেগুলো মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয়ের সাথে শতভাগ বা অনেকাংশে সংগতিপূর্ণ নয়। আর এটি তাদের বর্তমানের চরম অধঃপতিত অবস্থার একটি মূল কারণ। তাই মানুষ সৃষ্টির পেছনে মহান আল্লাহর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয় কী তা জাতিকে জানানো এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। মানুষের ইহকালের সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রগতি এবং পরকালের মুক্তির জন্য পুস্তিকাটি ব্যাপক সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব বিষয়টির দুটি দিক রয়েছে–

ক. দুনিয়ার জীবনের দিক।

খ. পরকালীন জীবনের দিক।

ক. দুনিয়ার জীবনের দিক থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব

দৃষ্টিকোণ-১

- **কল্যাণ পাওয়ার দৃষ্টিকোণ**

কোনো কিছু ব্যবহার করে কল্যাণ পেতে হলে সেটি তার প্রস্তুতকারক যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে তা ব্যবহার করতে হয়।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক– রেডিও। রেডিও থেকে কল্যাণ পেতে হলে সর্বপ্রথম জানতে হবে– রেডিওটা কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। তারপর সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রেডিওটা ব্যবহার করতে হবে। রেডিও বানানোর উদ্দেশ্যে হলো– মানুষ এর মাধ্যমে বিভিন্ন রেডিও সেন্টারের অনুষ্ঠান শুনবে এবং তা থেকে উপকৃত হবে। কেউ যদি রেডিওকে তার প্রস্তুতকারকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার না করে দেখার বস্তু হিসেবে ঘরের কোণে রেখে দেয়, তাহলে রেডিও দিয়ে তার কোনো কল্যাণ হবে না।

আল্লাহও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই মানুষ যদি তার জীবন ব্যবহার করে দুনিয়ায় কল্যাণ পেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার সেই উদ্দেশ্যকে প্রথমে জানতে হবে। তারপর জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে ঐ উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে। এটি না হলে– মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে না।

দৃষ্টিকোণ-২

- **ভুল ধরতে পারার দৃষ্টিকোণ**

কোনো কিছু তৈরির উদ্দেশ্যটি জানা থাকলে কোন বিষয়টি সেটির ব্যাপারে ভুল বিষয় তা সহজেই ধরা যায়। সে ধরার উপায় হলো– যে বিষয় সেটির উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা ঐটার ব্যাপারে ভুল বিষয়।

উদাহরণ স্বরূপ একটি কলম ধরা যায়। কলম তৈরির উদ্দেশ্য হলো লেখা। যদি কেউ বলে– কলম ব্যবহারের একটি নিয়ম হলো লেখার সময় কলমের নিবটি ওপরের দিকে ধরে রাখা, তবে যার কলম তৈরির উদ্দেশ্যটা জানা আছে সে সহজেই বলতে পারবে যে, এটি কলম ব্যবহারের বিষয়ে একটি ভুল কথা। কারণ, নিব ওপরের দিকে থাকলে কলম তৈরির উদ্দেশ্য তথা লেখার কাজটি সাধন হবে না। অন্যকথায় এটি কলম তৈরির উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী একটি কথা।

তাই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানা থাকলে, কোনটি মানুষের ব্যাপারে ভুল বিষয় তা সহজেই ধরে ফেলা যায়। সে ধরার উপায় হবে– যে বিষয় মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা মানুষের জীবনের ব্যাপারে ভুল বিষয়। আর এর ফল-স্বরূপ ইসলামের সঠিক জ্ঞানার্জন এবং সে অনুযায়ী আমল করে মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

প্রণীত হওয়া ব্যবহার বা পরিচালনার বিধি-বিধান বোঝা এবং নতুন বিধি-বিধান তৈরি করা সহজ হওয়ার দৃষ্টিকোণ

কোনো কিছু সৃষ্টি বা তৈরির উদ্দেশ্য (মাকসুদ) জানা থাকলে সেটি সম্পর্কিত ইতোমধ্যে প্রণীত হওয়া ব্যবহার বা পরিচালনার বিধি-বিধান বোঝা এবং প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত ব্যবহার বা পরিচালনার বিধি-বিধান প্রণয়ন করা সহজ হয়।

উদাহরণ স্বরূপ একটি ছুরি ধরা যাক। ছুরি তৈরির উদ্দেশ্য হলো– কোনো কিছু কাটা। যার ছুরির এ উদ্দেশ্যটি জানা আছে, সে 'কাটার সময় ছুরির ধারালো দিকটা নিচের দিকে রাখতে হবে'– ছুরি সম্পর্কিত ইতোমধ্যে প্রণীত হওয়া এ ব্যবহারবিধিটা সহজে বুঝতে পারবে। আর 'ছুরি ধরার জন্য একটি হাতল বানাতে হবে'– ছুরি সম্পর্কিত এ ব্যবহারবিধিটা ইতোমধ্যে প্রণীত না হলে ছুরির উদ্দেশ্য জানা থাকা ব্যক্তি এ বিধিটা সহজে বানাতে পারবে।

তাই আল্লাহ কর্তৃক মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (মাকসুদ) জানা থাকা ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নায় থাকা মানুষের জীবন পরিচালনার বিধি-বিধান সহজে বুঝতে পারবে এবং মনের প্রশান্তি নিয়ে তার ওপর আমল করতে পারবে। আর প্রয়োজন হলে কুরআন ও সুন্নায় নেই এমন অমৌলিক বিধি-বিধান বানাতেও পারবে।

খ. পরকালীন জীবনের দিক থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۭ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۭ .

আমরা আকাশ, পৃথিবী এবং এ দুটির মধ্যবর্তী কোনো কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। এটি কাফির লোকদের ধারণা। সুতরাং যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

(সুরা সোয়াদ/৩৮ : ২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে যে তথ্যগুলো মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তা হলো–

১. মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে থাকা সকল কিছু (মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা, নদী-নালা, কুরআন, সালাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি) সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে আল্লাহ তা'য়ালার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।
২. যারা মনে করে, ঐ সবের কোনো একটিও মহান আল্লাহ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন এবং ফলস্বরূপ তা এমনভাবে ব্যবহার বা পালন করে যে আল্লাহর নির্ধারণ করা উদ্দেশ্যটি সাধন হচ্ছে না, তারা কাফির।
৩. পরকালে ঐ কাফিরদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

এ আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সৃষ্টির সে উদ্দেশ্যটিকে সঠিকভাবে না জানলে এবং সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে জীবন ব্যবহার বা পরিচালনা না করলে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

তথ্য-২

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিন রাত্রির আবর্তনে উলিল আলবাবদের (প্রকৃত মুসলিম বিজ্ঞানী) জন্য নিদর্শন (উদাহরণ) রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শয়নে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিক্‌র করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে। (আর বলে) হে আমাদের রব! আপনি একে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি, আপনি পবিত্র; অতএব আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদেরকে রক্ষা করুন।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯০, ১৯১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির **'হে আমাদের রব! আপনি একে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি, আপনি পবিত্র'** অংশের ব্যাখ্যা হলো– আপনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কোনো কিছু বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। উদ্দেশ্যেহীন কোনো কিছু সৃষ্টি করার ত্রুটি থেকে আপনি মুক্ত। এ কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মহাকাশ ও পৃথিবীতে থাকা কোনো কিছু অর্থাৎ মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা, নদী-নালা, কুরআন, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদির কোনোটি আল্লাহ তা'য়ালা উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেননি।

আর আয়াতটির শেষে থাকা **'অতএব আগুনের শাস্তি থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করুন'** কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা ধারণা করে মহাবিশ্ব বা এতে থাকা কোনো কিছু আল্লাহ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সে ধারণা অনুযায়ী সেটিকে এমনভাবে ব্যবহার করে যে সেটির ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য কখনও অর্জিত হবে না, তাদের পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতেও সহজে বলা যায়– মানুষসহ বিশ্বসমূহের সকল কিছু সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে আল্লাহর একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। মানুষ সৃষ্টির সে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি সঠিকভাবে না জানলে এবং সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে জীবন ব্যবহার বা পরিচালনা না করলে পরকালে জাহান্নামে যেতে হবে।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ... ... عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

ইমাম মুসলিম রহ. 'উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামাহ ইবন কা'নাব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– 'উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– **প্রত্যেক 'আমলের ফলাফল নিয়তের (উদ্দেশ্য) ওপর নির্ভরশীল এবং কোনো ব্যক্তি কেবল তাই লাভ করবে যা সে নিয়ত করে।** সুতরাং যার হিজরাত হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরাত আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্য হিজরাত বলে গণ্য হবে, **আর যার হিজরাত হবে দুনিয়া লাভ** বা কোনো মহিলাকে বিবাহের উদ্দেশে; তার হিজরাত হবে সে দিকেই যা সে নিয়ত করেছে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫০৩৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসূল স. প্রথমে বলেছেন সকল কাজ তথা সকল কাজের ফল উদ্দেশ্যর ওপর নির্ভর করে। এরপর একটি উদাহণের মাধ্যমে বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তাই হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়– মহান আল্লাহ কী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা জানা এবং সে উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে জীবন পরিচালনা করলে তার ফল দুনিয়া ও পরকালে ভালো হবে। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে এবং পরকালে জান্নাত মিলবে। অন্যথায় নয়।

♣♣ এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– দুনিয়া ও পরকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম সমাজে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে চালু থাকা ধারণাসমূহ হলো–

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ করা।

বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিম মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য সম্পর্কে এ ধারণাটি পোষণ করে। আর এ ধারণা পোষণকারীদের দলিল হলো–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

আর আমি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। (সুরা যারিয়াত/৫১ : ৫৬)

এ ধারণা পোষণকারীরা আয়াতটিতে থাকা 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ ধরেছেন– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক আমল বা কাজগুলোকে।

২. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহর দাসত্ব করা।

এ ধারণাটাও অনেক মুসলিমের মধ্যে বিদ্যমান। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ আল্লাহর দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ধারণাতেও সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

এ ধারণা পোষণকারীদের দলিলও ঐ একই আয়াত–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

আর আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদাত করার জন্য।

এ ধারণা পোষণকারীরা আয়াতটির 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ ধরেছেন– 'দাসত্ব'।

৩. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহর খলিফা হিসেবে জীবনযাপন করা। এ ধারণাটাও অনেক মুসলিম পোষণ করেন। সালাত, যাকাত, হাজ্জ, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ আল্লাহর খলিফার কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ধারণাতেও সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদি আমল তথা উপাসনামূলক কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।

এ ধারণা পোষণকারীদের দলিল হলো–

..... إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

... ... নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠাতে যাচ্ছি।
(সুরা আল বাকারা/২ : ৩০)

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সহজে জানা-বোঝার জন্য মানব-জীবনের কাজের শ্রেণিবিভাগ

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় বোঝা সহজ হয় মানব-জীবনের সকল কাজকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করে নিলে।

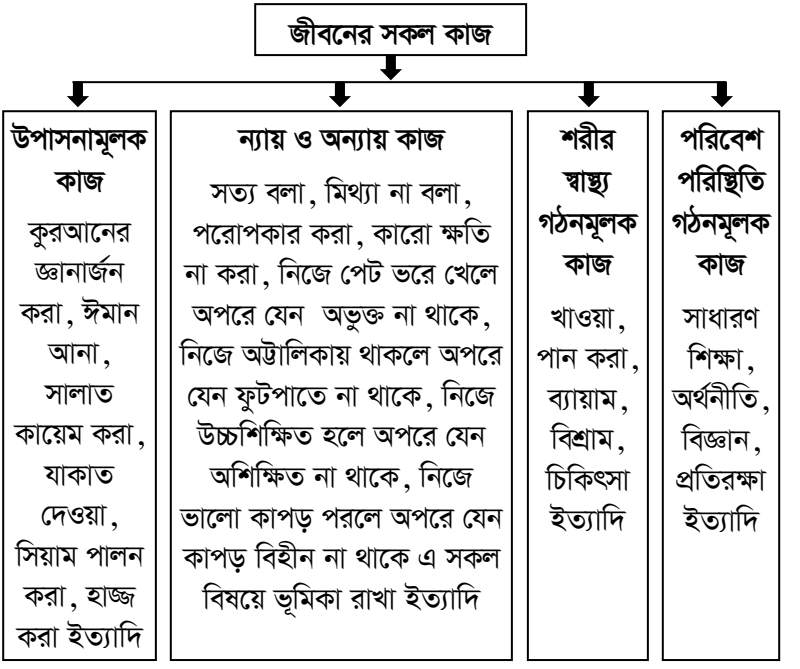

পর্যলোচনা করলে দেখা যাবে– মানুষ জীবনে যত কাজ করে তা এ ৪ বিভাগের কোনো একটি বিভাগে অবশ্যই পড়বে।

মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয়

আমরা এখন মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) ও Common sense-এর তথ্যের আলোকে মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

- **একটি জিনিসের সাথে জড়িত থাকা বিষয়সমূহের উদ্দেশ্য ও পাথেয় হওয়ার সাধারণ নীতিমালার দৃষ্টিকোণ**

একটি জিনিসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যত বিষয় জড়িত থাকে তার একটি বা একটি গ্রুপ হয় উদ্দেশ্য। আর বাকি সব হয় পাথেয় তথা উদ্দেশ্যটি সাধনের সহায়ক বিষয়। নিম্নের উদাহরণ দুটি দেখলে বিষয়টা বোঝা সহজ হবে–

উদাহরণ-১

কলমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে লেখা, কালি, কাগজ, কলমের নিব ও শরীর, কলম ও কালি তৈরির কারখানা ইত্যাদি। এর মধ্যে লেখাটা হচ্ছে কলম তৈরির উদ্দেশ্য। আর বাকি সবগুলো পাথেয়।

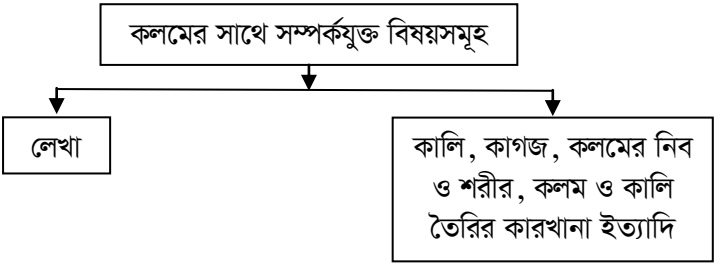

উদাহরণ-২

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ হলো– চিকিৎসা করা, চিকিৎসক, নার্স, জনশক্তির শারীরিক সুস্থতা, মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, ঔষধ, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এর মধ্যে চিকিৎসা করা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। আর বাকি সব পাথেয়।

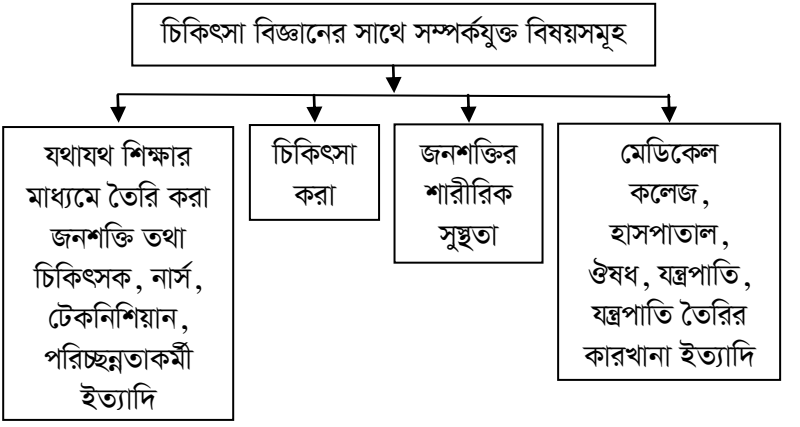

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো ৪টি বিভাগে বিভক্ত। তাহলে Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী, এ ৪ বিভাগের এক বিভাগ হবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর বাকি সবগুলো হবে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়।

উপাসনামূলক কাজ	**ন্যায় ও অন্যায় কাজ**	**শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ**	**পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ**
কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, বিশ্রাম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

দৃষ্টিকোণ-২

- **শিক্ষা দিতে বা গঠন করতে চাওয়া বিষয়ের পাথেয় হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

যে বিষয় দিয়ে কোনো কিছু গঠন করতে চাওয়া হয় সেটি সব সময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। কেননা, ঐ গঠন করা হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে। এ গঠনের লক্ষ্যবস্তু, মন-মানসিকতা, শরীর-স্বাস্থ্য, পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদির যে কোনোটি হতে পারে। আর এ গঠনের উপায়, পদ্ধতি বা মাধ্যম হতে পারে তাত্ত্বিক শিক্ষা, ব্যাবহারিক শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা, ব্যায়াম ইত্যাদির যেকোনোটি। নিম্নের উদাহরণ দুটি দেখলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে–

উদাহরণ-১

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই অপরিহার্য। কিন্তু এ দুটি বিষয় প্রয়োজন মেডিকেলের ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তাই মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেলের বই হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাথেয়।

উদাহরণ-২

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো দেশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সৈন্যদের ট্রেনিং (Training) দিয়ে গঠন করা হয়। তাই এ ট্রেনিং হচ্ছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাথেয়।

শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ শরীর-স্বাস্থ্য গঠন করে। আর পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠন করে। তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী– এ দুই বিভাগের কাজগুলো মানব-জীবনের পাথেয় বিভাগের বিষয় হবে।

আর কুরআন বা সুন্নাহ থেকে যদি জানা যায়– উপাসনা বিভাগের কাজগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে মহান আল্লাহ মানুষের মন-মানসিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদিকে গঠন করতে চেয়েছেন তাহলে এ বিভাগের কাজগুলোও মানব-জীবনের পাথেয় বিভাগের কাজ হবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

- **জন্মগতভাবে জানতে পারা বিষয় উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয় হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

সকল সৃষ্টি (তৈরি/প্রস্তুত)-কারক, কোনো কিছু সৃষ্টি করার সময় তার গঠন এমনভাবে করেন যেন তা সেটির উদ্দেশ্য সাধনে সরাসরি সহায়ক হয়।

নিষ্প্রাণ ও বুদ্ধিহীন জিনিসের (কলম, ছুরি ইত্যাদি) ব্যাপারে সে গঠন হয় শুধু শারীরিক। আর নিষ্প্রাণ বুদ্ধিমান (বুদ্ধিমান রোবট) ও সপ্রাণ বুদ্ধিমান (মৌমাছি) জিনিসের ব্যাপারে সে গঠন হয় শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক।

শারীরিক গঠন সৃষ্টিগত (জন্মগত)-ভাবে উদ্দেশ্য সাধনে সরাসরি সহায়ক না হলে তা দিয়ে জিনিসটির উদ্দেশ্য সাধন করা দুষ্কর বা অসম্ভব হয়। যেমন– একটা কলমের শরীর যদি কাটা কাটা হয় তবে তা দিয়ে লেখা কঠিন বা অসম্ভব হয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন সৃষ্টিগত (জন্মগত)-ভাবে উদ্দেশ্য সাধনে সরাসরি সহায়ক হওয়ার মূল অর্থ হলো– কোন বিষয়টি বা কোন বিষয়গুলো সৃষ্টিটির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয় তা সৃষ্টিগত (জন্মগত)-ভাবে বোঝার ক্ষমতা সৃষ্টিটির থাকা।

এর কারণ হলো–

১. যে সৃষ্টির পড়াশুনা বা শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা নেই সে বুঝতে পারবে না তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী। তাই সে সৃষ্টি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করতে ব্যর্থ হবে।

২. মানুষের বেলায়– যার বা যাদের শিক্ষার সুযোগ হয়নি বা যেখানে শিক্ষার সুযোগ নেই, সেখানকার মানুষ বুঝতে পারবে না তার বা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী। তাই তারা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করতে ব্যর্থ হবে।

   আর অন্য মানুষের (নবী-রসূল বাদে) কাছ থেকে শিখতে হলে তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা সঠিকভাবে শিখাচ্ছেন কি না, সে ব্যাপারে সন্দেহ সবসময়ই থাকবে। এ জন্যই প্রথম মানুষটিকে আল্লাহ নবী বানিয়েছেন।

এ বিষয়ে দুটি উদাহরণ

উদাহরণ-১ : বুদ্ধিমান রোবট

বর্তমানে মানুষ বুদ্ধিমান রোবট তৈরি করেছে। এ রোবটের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. শারীরিক গঠন এমনভাবে করা হয়েছে যেন রোবটটিকে যে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে সে কাজ করার ক্ষেত্রে তার শারীরিক গঠন কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। বরং শারীরিক গঠন সরাসরি তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজ করার সহায়ক হয়।

২. রোবটটিকে দিয়ে যে কাজ করাতে হবে তার একটি প্রোগ্রাম রোবটের মেমোরিতে মাইক্রোচিপস আকারে দিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ রোবটটিকে তা সৃষ্টিগতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়।

৩. বুদ্ধিমান রোবট তার মাইক্রোচিপসে থাকা প্রোগ্রামের বাইরের কোনো কাজ বুঝতে বা করতে পারে না।

উদাহরণ-২ : মৌমাছি

মৌমাছি সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জন্য মধু সংগ্রহ ও জমা করে রাখা। তাই মহান আল্লাহ মৌমাছির–

১. শারীরিক গঠন এমন করেছেন যে তা মধু সংগ্রহ ও জমা করে রাখার জন্য সরাসরি সহায়ক।

২. বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন এমন করেছেন যে মধু কীভাবে সংগ্রহ ও জমা করে রাখতে হয় মৌমাছি তা জন্মগতভাবে জানে।

৩. মৌমাছি মধু সংগ্রহ ও জমা করে রাখার কাজটি ভিন্ন অন্য কোনো কাজ বোঝে না এবং পালনও করতে পারে না।

তাই যদি দেখা যায়– একটি সৃষ্টি কিছু বিষয় সৃষ্টিগতভাবে (জন্মগতভাবে/ বিনা শিক্ষায়) বুঝতে পারে, আর কিছু বিষয় সৃষ্টিগতভাবে বুঝতে পারে না তবে–

১. যে বিষয়গুলো সে জন্মগতভাবে বুঝতে পারে, সেগুলো হবে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

২. আর যে বিষয়গুলো সে জন্মগতভাবে বুঝতে পারে না, সেগুলো হবে তার সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– জীবনের ৪ বিভাগের কাজের মধ্যে মানুষ শুধু ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো জন্মগতভাবে বুঝতে পারে। তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী–

১. ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

২. অন্য ৩ বিভাগের বিষয়গুলো হবে মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, বিশ্রাম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

দৃষ্টিকোণ-৪

- **উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক সকল বিষয় পালন বাধ্যতামূলক হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

যে কোনো কর্মকাণ্ড পালন করে সফল হতে হলে তার সাথে জড়িত উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের সবগুলো পালন করতে হয়। উদ্দেশ্য বিভাগের মৌলিক একটি বিষয় বাদ গেলে কর্মকাণ্ডটি সরাসরি ব্যর্থ হয়। আর পাথেয় বিভাগের মৌলিক একটি বাদ গেলে কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি মৌলিক বিষয়ে ঘাটতি থাকে। তাই কর্মকাণ্ডটির উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ধরা যেতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো মানুষের রোগ চিকিৎসা করা। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে ৩ ধরনের পাথেয় জড়িত আছে–

১. চিকিৎসক, নার্স ইত্যাদি।
২. মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল বই ইত্যাদি।
৩. হাসপাতাল, ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হবে না যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাথেয় বিভাগের কোনো একটি বিভাগের মৌলিক একটি দিকও অপূর্ণ থাকে। যেমন–

- শুধু চিকিৎসক থাকলে চলবে না, নার্স বা পরিচ্ছনতা কর্মীও থাকতে হবে।
- শুধু হাসপাতাল থাকলে চলবে না, ঔষধ বা যন্ত্রপাতিও থাকতে হবে।

তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাযথ পাথেয়ও প্রণয়ন করেছেন। মানুষকে তার জীবন পরিচালনা করে সফল হতে হলে উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের সবগুলো পালন করতে হবে।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো–

১. ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো তথা ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ হবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।
২. জীবনের অন্য ৩ বিভাগের বিষয় হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়।
৩. উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের সবগুলো পালন করতে হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী এখন আমাদের কুরআনের তথ্যের আলোকে যাচাই করে এ রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়' বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নাহে) থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানব-সভ্যতাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থেকে বহু দূরে। তাই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো–

..... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

... ... প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে– মানুষের মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজিতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। সুতরাং, এ আয়াত অনুযায়ী– একটি বিষয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে Common sense-এ আগে থেকে ধারণা থাকা ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

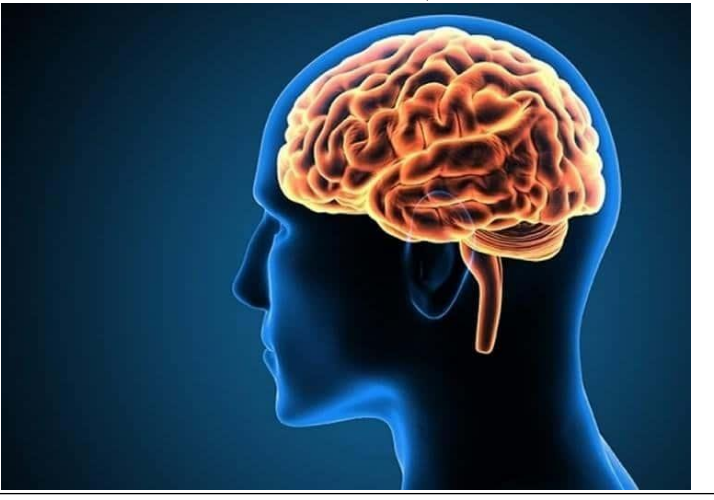

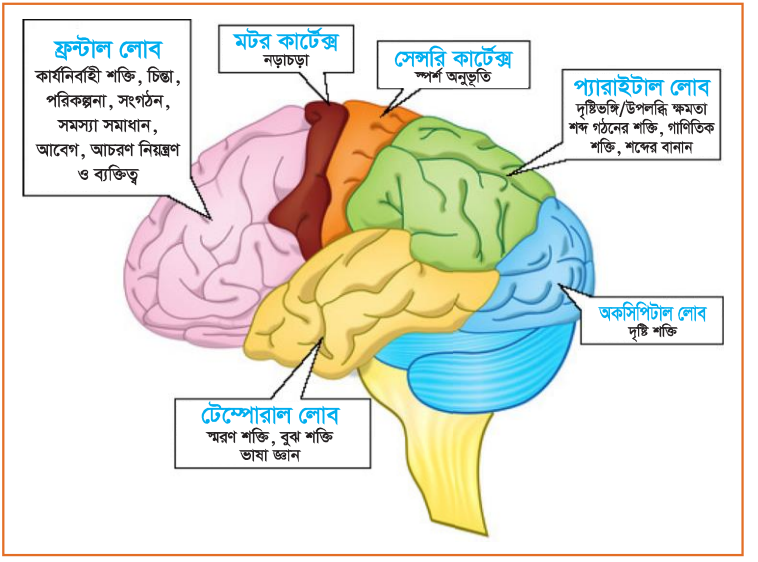

'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়' বিষয়ে Common sense-এর তথ্য এখন আমাদের মাথায় আছে। তাই চলুন এখন খোঁজা যাক– বিষয়গুলো সমর্থন বা বিরোধীতাকারী তথ্য কুরআনে (ও সুন্নাহে) আছে কি না। এর মাধ্যমে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বিষয়টি সম্পর্কে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো, ইনশাআল্লাহ।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে আল কুরআন

আমাদের গবেষণা মতে, কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে, কুরআনকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle) ১০টি। যথা–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫
কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

এ মূলনীতিসমূহ খেয়ালে রেখে চলুন এখন জানা ও পর্যালোচনা করা যাক মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে কী তথ্য আল কুরআনে আছে–

তথ্য-১

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

আর তোমার রব যখন ফেরেশতাদের বললেন– নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে এক খলিফা (প্রতিনিধি) পাঠাতে যাচ্ছি। তারা বললো– আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে পাঠাতে যাচ্ছেন, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার মহিমা ঘোষণা করছি (উপাসনা করছি)। তিনি বললেন– নিশ্চয় আমি তা জানি যা তোমরা জানো না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেরেশতাদের ডেকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানান। ফেরেশতারা তখন জানতে চান– তিনি কি দুনিয়ায় এমন জীব পাঠাতে যাচ্ছেন যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা, রক্তারক্তি, হানাহানি ইত্যাদি অন্যায় কাজ করবে? আর যদি উপাসনামূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করে থাকেন, তবে ঐ উপাসনামূলক কাজগুলো করার জন্য তারাই কি যথেষ্ট নয়?

তখন আল্লাহ বলেন– 'নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জানো না'। এ কথার মাধ্যমে আল্লাহ ফেরেশতাদের জানিয়ে দিয়েছেন– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তোমরা যে দুটো কথা বললে, তার কোনোটাই আমার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়।

তাই এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ দুটো বিষয়কে নাকচ করে দিয়েছেন। বিষয় দুটো হলো–

১. বিশৃঙ্খলা, রক্তারক্তি, হানাহানি ইত্যাদি তথা ন্যায়-অন্যায় বিভাগের অন্যায় কাজগুলো।
২. উপাসনামূলক কাজ (তাসবিহ-তাহলিল, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি)।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী সেটি আয়াত থেকে সরাসরি জানা না গেলেও আয়াতটির আলোকে বলা যায় মানব জীবনের ৪ বিভাগের কাজের মধ্যে–

১. উপাসনামূলক বিভাগের বিষয়গুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়।

২. 'ন্যায় ও অন্যায়' বিভাগের 'অন্যায়' কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়। তাহলে ধরে নেওয়া যায়– এ বিভাগের 'ন্যায়' কাজগুলো তথা 'ন্যায়ের বাস্তবায়ন' মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হতে পারে।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, বিশ্রাম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

তথ্য-২

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۔

আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মনকে) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বোঝার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হলো যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হলো যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করলো।

(সুরা আশ-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৭ নং আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মানুষকে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করার জন্য যে গঠন বা গুণ দরকার, সৃষ্টিগতভাবে (জন্মগতভাবে) সে গঠন দিয়ে মানুষের মনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সে গঠন বা গুণ কী তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পরের (৮ নং) আয়াতে।

৮ নং আয়াতটিতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন– তিনি মানুষের মনে 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় বিষয়। 'ইলহাম' হলো অতিপ্রাকৃতিক এক পদ্ধতি। মানুষকে সৃষ্টিগতভাবে দুটি শক্তি দেওয়া হয়েছে 'জীবনী শক্তি' এবং 'জ্ঞানের শক্তি'। 'জীবনী শক্তি' দেওয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক'। এটি জানানো হয়েছে সুরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে। আর 'জ্ঞানের শক্তি' দেওয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। এটি আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

তাই এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– সৃষ্টি/জন্মগতভাবে, 'ইলহাম' নামক এক অতিপ্রাকৃতিক পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি মানুষের মনকে, কোনটি অন্যায় কাজ ও কোনটি ন্যায় কাজ তা বোঝার শক্তি দিয়েছেন। সুতরাং–

আল কুরআনে ন্যায় কথা বা কাজকে মা'রুফ (مَعْرُوْفٌ) নাম দেওয়া হয়েছে।

মা'রুফ (مَعْرُوْفٌ) শব্দটি এসেছে আরাফা (عَرَفَ) শব্দ থেকে। যার অর্থ হলো 'জানা'। অর্থাৎ মারুফ কথা বা কাজ হচ্ছে সেই কথা বা কাজ যা মানুষ জন্মগতভাবে তথা বিনা শিক্ষায় জানতে বা বুঝতে পারে। জ্ঞানের এ শক্তিটি পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত (বালিগ না হওয়া পর্যন্ত) ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ করলে অপরাধ ধরা হয় না। উল্লেখ্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন– কিডনি, লিভার, ফুসফুস, ব্রেইন ইত্যাদি পরিপক্ক হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। সে সময় প্রত্যেক অঙ্গের জন্য ভিন্ন।

বাস্তবেও দেখা যায়– মানুষের জীবনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে শুধু ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো মানুষ বিনা শিক্ষায় তথা জন্মগতভাবে বুঝতে পারে। কিন্তু অন্য ৩ বিভাগের বিষয়গুলো জানার জন্য কুরআন-হাদীস বা অন্যান্য গ্রন্থ অবশ্যই পড়তে হয় বা কারো কাছ থেকে তা জেনে নিতে হয়। যেমন–

১. সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ ইত্যাদি যে মানুষের করণীয় কাজ তা কুরআন-হাদীস না পড়লে বা কারো কাছ থেকে না শুনলে কেউই বুঝতে পারবে না।

২. কোন রোগের কী লক্ষণ বা ঔষধ তা চিকিৎসা বিদ্যা না পড়লে বা কারো কাছ থেকে না শুনলে কেউ বুঝতে পারবে না।

জন্মগতভাবে মানব মনের পাওয়া এ শক্তিটিই হলো– বোধশক্তি/Common sense/عَقْلٌ/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০ নং আয়াত দুটি থেকে জানা যায়– এ শক্তিটি উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। এখান থেকে বোঝা যায়– এ শক্তিটিকে জন্মগতভাবে একটি বুনিয়াদি জ্ঞান (Memory) ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) দেওয়া আছে। আর ঐ বুনিয়াদি জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও হ্রাস উভয়টি সম্ভব।

বর্তমান যুগের মানুষের তৈরিকৃত যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি– কম্পিউটারের উদাহরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি বোঝা খুবই সহজ। কম্পিউটার তৈরি করার সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান (Memory) ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) দিয়ে তৈরি করা হয়। এরপর এটির জ্ঞান (Memory) বাড়াতে পারলে বিশ্লেষণ ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায়।

তাই সহজে বোঝা যায় ৯ ও ১০ নং আয়াত দুটির তথ্য হলো– মানব মনে জন্মগতভাবে একটি বুনিয়াদি জ্ঞান (Memory) ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) দেওয়া আছে। ঐ বুনিয়াদি জ্ঞান ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ে বা কমে তথা বাড়ানো বা কমানো যায়। কীভাবে এ বিষয়টি ঘটে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক বইটিতে।

ইতোমধ্যে (Common sense-এর ৩ নং দৃষ্টিকোণ) আমরা জেনেছি– কুরআন থেকে যদি জানা যায়, জীবনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে শুধু কিছু কাজকে আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, তবে বুঝতে হবে সে কাজগুলোই হবে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলোই হলো আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজ।

আবার Common sense-এর ১ নং দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা জেনেছি– কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের একটি বা একটি বিভাগ হয় ঐ বিষয়ের উদ্দেশ্য এবং বাকি সব হয় পাথেয়। তাই এ আয়াতের আলোকে পরোক্ষভাবে বলা যায়– মানব জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজগুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয় তথা সহায়ক কাজ।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, বিশ্রাম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

তথ্য-৩

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ....

তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে, তোমরা জানা বিষয় বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। ... ...

(সুরা আল-ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনে উম্মাত (أُمَّة) শব্দটি যে সকল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি হলো বিভিন্ন জাতিগত সৃষ্টি। যেমন–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ....

আর পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোনো পাখি নেই, যারা তোমাদের মতো একটি উম্মত (সৃষ্টিগত জাতি) নয়। ... ...

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৩৮)

আয়াতটির অংশভিত্তিক শিক্ষা

'তোমরা সর্বোত্তম উম্মত' অংশের শিক্ষা : মানুষ হলো আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিগত সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত)।

'তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে' অংশের শিক্ষা : মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ করা (মানুষ মানুষের জন্য)।

'তোমরা জানা বিষয় বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করবে' অংশের শিক্ষা : এ কথার অর্থ হলো– তোমাদের মন জন্মগতভাবে যে বিষয়গুলো জানে তা পালন বা বাস্তবায়ন করবে এবং যা অস্বীকার করে তা থেকে দূরে থাকবে বা তা প্রতিরোধ করবে। তাই জানা বিষয় বাস্তবায়ন এবং অস্বীকার করা বিষয় প্রতিরোধ করা কথাটির প্রকৃত অর্থ হলো– তোমাদের জন্মগতভাবে জানা ন্যায় বিষয়গুলো বাস্তবায়ন এবং অন্যায় বিষয়গুলো প্রতিরোধ করবে।

'আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে' অংশের শিক্ষা : ঈমান হলো– জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা কথাটির অর্থ হবে– আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও তা বিশ্বাস করা। আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের সকল মৌলিক তথ্যধারণকারী আধার হলো আল কুরআন। আবার কুরআন হলো সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। অর্থাৎ মানদণ্ড। তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা কথাটির সর্বাধিক তথ্যবহুল অর্থ হবে কুরআনকে সকল জ্ঞানের আধার ও মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস করা।

প্রশ্ন হলো– জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার সাথে কুরআনকে সকল জ্ঞানের আধার ও মানদণ্ড হিসেবে বিশ্বাস করার কথাটিকে কেন যুক্ত করা হয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তর–

১. ন্যায় ও অন্যায় কাজ কোনগুলো তা আল্লাহ প্রথমে রুহের জগতে সাক্ষ্য ও ক্লাস নিয়ে প্রত্যেক রুহকে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে সকল (গুণবাচক) ইসম শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো। (সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : গুণবাচক ইসম হলো মানব-জীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা, বান্দার হক বা মানবাধিকারের বিষয়সমূহ। তাই আল্লাহ তা'য়ালা শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে, সকল মানব-রুহকে মানব-জীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা, বান্দার হক বা মানবাধিকারের সকল বিষয় মানুষকে শিখিয়েছেন।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

অতঃপর ঐ বিষয়গুলো মহান আল্লাহ মানব-ভ্রূণের ব্রেইনে Common sense নামক জ্ঞানের উৎস (Micro Chips) হিসেবে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। তথ্যটি কুরআনে উল্লিখিত আছে সুরা আশ শামসের ৭-১০ নং আয়াতের মাধ্যমে (ওপরে আলোচনা করা হয়েছে)।

২. ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলোর মৌলিক বাস্তবায়ন পদ্ধতিও আল কুরআনে নির্ভুলভাবে উল্লিখিত আছে এবং সর্বদা তা থাকবে।
৩. ন্যায় ও অন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য যোগ্য মানুষ তৈরির প্রোগ্রামও কুরআনে নির্ভুলভাবে উল্লিখিত আছে এবং সর্বদা তা থাকবে।

ঐ ধরনের যোগ্য মানুষ ছাড়া কেউ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গেলে তা সমগ্র মানব-জাতির জন্য কল্যাণকর হবে না। তা হবে ব্যক্তি, পরিবার, দল বা নিজ (ভৌগলিক জাতির) স্বার্থ উদ্ধারের জন্য।

তাই আয়াতটি থেকে প্রত্যক্ষভাবে যা জানা যায়–

১. মানুষ হলো মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিগত সৃষ্টি (আশরাফুল মাখলুকাত)।
২. মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো– মানুষের কল্যাণ করা (মানুষ মানুষের জন্য)।
৩. সে কল্যাণের উপায় হলো– মানুষের জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজগুলো বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজগুলো প্রতিরোধ করা।
৪. ঐ কাজসহ সকল কাজ করার সময় কুরআনকে সকল জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত হার্ড কপি হিসেবে সবাইকে বিশ্বাস করতে হবে।

আর আয়াতটি থেকে পরোক্ষভাবে জানা যায়– মানব-জীবনের অন্য বিভাগের কাজগুলো হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয় (মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ)।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, বিশ্রাম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

তথ্য-৪.১

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ . قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.

আর নিশ্চয় আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের (Common sense, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা, সত্য কাহিনি ইত্যাদি) উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা-গ্রহণ করতে পারে। আরবী ভাষার এ কুরআনে কোনো বক্রতা নেই, যেন তারা (কুরআন থেকে শিক্ষা নিয়ে) আল্লাহ-সচেতন হতে পারে।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৭, ২৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতসহ অনেক আয়াত থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় মানুষকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। Common sense অনুযায়ী যে বিষয় থেকে কোনো কিছু শিক্ষা দিতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞানার্জন করা মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

তথ্য-৪.২

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ . . . . . .

আর যারা ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে, এরা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না পরকালের প্রতি। ... ...

(সুরা আন নিসা/৪ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করা মানব-জীবনের ন্যায়-অন্যায় বিভাগের একটি অন্যায় কাজ। তাই এ আয়াতসহ অনেক আয়াত থেকে জানা যায়– খুশি মনে ন্যায়-অন্যায় বিভাগের একটি অন্যায় কাজ করলে ঈমান থাকে না। এর কারণ হলো– ঈমান আনতে বলার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মন-মানসিকতাকে এমনভাবে গঠন করা যেন তা মানুষকে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত রাখে। Common sense অনুযায়ী যে বিষয় দিয়ে কোনো কিছু গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়– ঈমান আনা মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

তথ্য-৪.৩

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيۡلِ ؕ اِنَّ الۡحَسَنٰتِ يُذۡهِبۡنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكۡرٰى لِلذّٰكِرِيۡنَ ۚ.

আর তুমি সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে। নেক আমল (সালাত) অবশ্যই (ছগীরা) গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। এটি (সালাত) (কুরআনের শিক্ষা) স্মরণ রাখার এক অতি বড়ো ব্যবস্থা, (কুরআনের শিক্ষা) স্মরণ রাখতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য।

(সুরা হুদ/১১ : ১১৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির *'এটি (সালাত) (কুরআনের শিক্ষা) স্মরণ রাখার এক অতি বড়ো ব্যবস্থা, (কুরআনের শিক্ষা) স্মরণ রাখতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য' অংশের ব্যাখ্যা হলো–* সালাত তাত্ত্বিক (Theoretical) ও ব্যাবহারিক (Practical) উপায়ে, রিভিশন (Revision) দেওয়ার মাধ্যমে, কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখার অতি বড়ো এক ব্যবস্থা, কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য।

তাহলে, সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন বিষয় মানুষকে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। Common sense অনুযায়ী যে বিষয় থেকে কোনো কিছু শিক্ষা দিতে চাওয়া হয়, তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়– সালাত মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

তথ্য-৪.৪

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর সিয়াম বিধিবদ্ধ (ফরজ) করা হয়েছে যেমন তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে (তা থেকে শিক্ষা নিয়ে) তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতন হতে পারো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা সিয়াম ফরজ করার কারণটি বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো– সিয়ামের অনুষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে এক বিশেষ ধরনের আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী) মানুষ গঠন করা। সে বিশেষ ধরনের আল্লাহ সচেতন মানুষ হলো তারা যারা– পেটের ক্ষুধা ও জৈবিক চাহিদা উপেক্ষা করে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকবে। তাই এ আয়াতের আলোকেও সহজে বলা যায়– সিয়াম মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

তথ্য-৪.৫

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.....

এদের (কুরবানীর পশুর) গোশত এবং রক্ত কখনই আল্লাহর কাছে পৌঁছে না বরং পৌঁছে (এর মাধ্যমে অর্জিত) তোমাদের (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতনতা; ... ...

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– কুরবানীকৃত পশুর গোশত ও রক্ত তাঁর কাছে পৌঁছায় না। তাঁর কাছে পৌঁছায় কুরবানীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি যে বিশেষ ধরনের আল্লাহ সচেতনতার শিক্ষা দিয়েছেন সেটি। সে শিক্ষাটি হলো– প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার এমনকি জীবন গেলেও আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা না করা। তাই এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– কুরবানী মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

সম্মিলিত শিক্ষা : এগুলোসহ আরও আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– কুরআন তিলাওয়াত, ঈমান আনা, সালাত, সিয়াম, কুরবানী তথা উপাসনা বিভাগের বিষয়গুলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, বিশ্রাম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

♣♣ এ পর্যন্ত উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে–

১. জন্মগতভাবে জানা তথা মানব-জীবনের ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

২. মানব-জীবনের অন্য ৩ বিভাগের (উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য গঠন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠন) কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয় তথা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহায়ক বিষয়।

তথ্য-৫

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

আর আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধু আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি।

(সুরা আয যারিয়াত/৫১ : ৫৬)

ব্যাখ্যা : কুরআনের যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা, জীবনের সকল দিকের এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতিকে বর্তমানে একটা চরম অধঃপতিত জাতিতে পরিণত করেছে তার মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান। আয়াতটির দুটো অসতর্ক ব্যাখ্যা মুসলমান জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং সে অনুযায়ী আমলও করা হচ্ছে।

একটি অসতর্ক ব্যাখ্যা

বেশির ভাগ মুসলিম মনে করেন বা মেনে নিয়েছেন– 'ইবাদাত' শব্দটি দিয়ে বোঝায় সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী, তাসবিহ-তাহলীল ইত্যাদি

উপাসনামূলক কাজ। তারা আরও মনে করেন 'ইবাদাত করার' অর্থ হচ্ছে শুধু ঐ কাজগুলোর অনুষ্ঠানটি করা। তাই বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম এ আয়াতের ভিত্তিতে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলোর অনুষ্ঠানটি পালন করাকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ধরে নিয়েছে। আর তাই দেখা যায়, কুরআন ও সুন্নাহ 'ন্যায় (معروف) এবং অন্যায় (منكر) বিভাগে যে কাজগুলোকে উল্লেখ করেছে সেগুলো পালন করা এবং উপাসনামূলক কাজগুলো থেকে আল্লাহ যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন সে শিক্ষাগুলো জানা ও তার ওপর আমল করার দিকে তাদের খেয়াল খুবই কম।

আলোচ্য আয়াতটির এ অর্থ ও ব্যাখ্যা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, আয়াতটির এটি আগে আলোচনাকৃত আল কুরআনের সকল আয়াতের বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী।

দ্বিতীয় অসতর্ক ব্যাখ্যা

আয়াতটির দ্বিতীয় যে ব্যাখ্যা বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু আছে তা হলো– 'আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার দাসত্ব করার জন্য'। আয়াতটির এ অর্থে لِيَعْبُدُوْنَ শব্দের সঠিক অর্থটিই করা হয়েছে। কারণ, ঐ শব্দটি এসেছে আরবী عبد শব্দ থেকে। এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'দাস'। কিন্তু আয়াতটির অনুবাদে দাসত্ব শব্দটির কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে সরাসরি এভাবে লিখলে বা বললে যে অসুবিধা হয় তা হলো– উপাসনা বিভাগের কাজগুলোও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে এসে যায়। কারণ, উপাসনা বিভাগের কাজগুলোও (ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি) আল্লাহর দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত তথা আল্লাহর একজন দাসের করণীয় কাজ।

তাই আয়াতটির অনুবাদ এটি করলে তা আগে আলোচনাকৃত আল কুরআনের সবগুলো তথ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। সুতরাং আয়াতটির অনুবাদ এভাবে করা বা লেখাও সঠিক নয়।

আয়াতটির সঠিক অনুবাদ বা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আল কুরআনের অন্য সকল আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং لِيَعْبُدُوْنَ শব্দের সঠিক অর্থ ধরে আয়াতটির সঠিক অনুবাদ বা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ হবে– 'আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করার জন্য'।

এ অনুবাদটি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী অন্যান্য আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হবে। কারণ, জীবন পরিচালনা নামক ব্যাপক কর্মকাণ্ডটি আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে গণ্য হতে হলে নিম্নের শর্তগুলো পূরণ করতে হয়–

১. জীবন পরিচালনার সময় (জীবনের প্রতিটি কাজ করার সময়) আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সবসময় সামনে রাখতে হবে।
২. জীবন পরিচালনার সময় মানুষ সৃষ্টির 'উদ্দেশ্য বিভাগ' তথা ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলোকে উদ্দেশ্যের স্থানে রেখে জীবনকে পরিচালনা করতে হবে।
৩. জীবন পরিচালনার সময় মানুষ সৃষ্টির 'পাথেয় বিভাগ' তথা উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য গঠন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠন বিভাগের কাজগুলোকে উদ্দেশ্য বিভাগের কাজগুলো পালনে সহায়তামূলক কাজের স্থানে রেখে জীবনকে পরিচালনা করতে হবে।
৪. জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর জানানো এবং রসূল স.-এর দেখানো পদ্ধতিতে করতে হবে।
৫. জীবনের আল্লাহ ঘোষিত আনুষ্ঠানিক উপাসনামূলক কাজগুলো (ঈমান আনা, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও কুরবানী) নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিতে হবে।
৬. আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলো থেকে নেওয়া শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।
৭. জীবন পরিচালনার সময় আল্লাহর জানানো মৌলিক কাজগুলোর একটিও বাদ দেওয়া যাবে না।
৮. জীবন পরিচালনার সময় গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলো আগে বা পরে পালন করা।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৫) নামক বইটিতে।

সুধী পাঠক! চিন্তা করে দেখুন– মাত্র একটি শব্দের (لِيَعْبُدُوْنَ) অসতর্ক ব্যাখ্যা ও বুঝ কীভাবে পৃথিবীর এক সময়ের শ্রেষ্ঠ জাতিকে চরম অধঃপতিত জাতিতে পরিণত করেছে বা কীভাবে তাদের জান্নাত থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ অসতর্ক ব্যাখ্যাটির জন্য অধিকাংশ মুসলিম আজ মনে করছে বা মেনে নিয়েছে, তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী, তাসবিহ-তাহলীল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলো করার জন্য। তাই তো দেখা যায়–

১. উপাসনামূলক আমলগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন এমন মুসলিমদের অধিকাংশেরই ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো বাস্তবায়নের প্রতি তেমন বা মোটেই খেয়াল নেই।
২. মুসলিম সমাজ বা দেশগুলোতে ন্যায় কাজের দারুণ অভাব, কিন্তু অন্যায় কাজে ভরপুর।

তথ্য-৬

..... إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .....

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩০)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ .....

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৬৫)

তাফসীর গ্রন্থসমূহে প্রথম আয়াতটির অনুবাদ করা হয়েছে **'আমি পৃথিবীতে খলিফা পাঠাতে যাচ্ছি'** এবং দ্বিতীয়টির অনুবাদ করা হয়েছে, **'তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে খলিফা করে পাঠিয়েছেন'।** আর এ অনুবাদের ব্যাখ্যা থেকে বলা হয়েছে– 'খলিফার দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন'।

আয়াত দুটির তরজমা এভাবে করলে খলিফার করণীয় সকল কাজই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে এসে যায়। উপাসনামূলক (সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি) কাজগুলোও খলিফার কাজ। তাই এভাবে অনুবাদ করলে ঐ কাজগুলোও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে এসে যায়। এটা আগে উল্লিখিত কুরআনের অনেক তথ্যের বিরোধী কথা। সুতরাং আয়াত দুটির এভাবে উপস্থাপনকৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আয়াত দুটির সঠিক অনুবাদ বা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। প্রতিনিধির কাজ হলো নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বলে দেওয়া অবশ্য পূরণীয় সকল শর্ত পূরণ করে তার প্রতিনিধিত্ব করা। প্রতিনিধিত্বের অবশ্য পূরণীয় শর্তগুলো আর দাসত্বের অবশ্য পূরণীয় শর্তগুলো একই। অর্থাৎ ৫ নং তথ্যে দাসত্বের যে শর্তগুলো উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিনিধিত্বের শর্তগুলো হবে হুবহু ঐ রকম। শুধু সেখানে 'দাস ও দাসত্বের' স্থানে 'প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিত্ব' পড়লেই হবে।

তাই প্রথম আয়াতটির সঠিক অনুবাদ হবে– 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধিত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনাকারী সৃষ্টি পাঠাতে যাচ্ছি' এবং

দ্বিতীয় আয়াতটির সঠিক অনুবাদ হবে– 'তিনিই তাঁর প্রতিনিধিত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনাকারী সৃষ্টিরূপে তোমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন'।

আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য আয়াতগুলোর বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ আয়াত দুটির চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হবে– 'আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে জানা ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খলিফা হিসেবে জীবন পরিচালনা করার জন্য মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন'।

তথ্য-৭.১

..... اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ . اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۠ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ .

... ... তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন। ওরাই তারা যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮৫, ৮৬)

ব্যাখ্যা : ঈমান=জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই এখানে যারা আল্লাহর কিতাব কুরআনের কিছু অংশের জ্ঞানার্জন করবে (জানবে) ও বিশ্বাস করবে এবং কিছু অংশের জ্ঞানার্জন করবে না ও বিশ্বাস করবে না তাদের সম্পর্কে আয়াতের–

১. প্রথমে বলা হয়েছে, দুনিয়ার জীবনে তাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।
২. শেষে বলা হয়েছে, তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।

তাই আয়াতটির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা কুরআনের বক্তব্যের কিছু জানবে ও বিশ্বাস করবে আর কিছু জানবে না ও বিশ্বাস করবে

না, দুনিয়ায় তাদের দূর্ভোগ ও লাঞ্ছনা হবে এবং আখিরাতে হবে কঠিন স্থায়ী। কারণ, জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের আমল হয়। তাই যারা কুরআনের বক্তব্যের কিছু জানবে ও বিশ্বাস করবে আর কিছু জানবে না ও বিশ্বাস করবে না, তারা কুরআনের কিছু বিষয় অনুসরণ করবে এবং কিছু বিষয় অনুসরণ করবে না।

কুরআনে আছে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের সকল মূল বিষয়। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়–

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের যে বিষয়গুলো কুরআনে উল্লেখ আছে তার সবগুলো জানতে ও বিশ্বাস করতে হবে।
২. অনুসরণের মাধ্যমে সে জানা ও বিশ্বাসের প্রমাণ দেখাতে হবে।

তথ্য-৭.২

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .

নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে– আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। অতঃপর তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এ জন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। এ জন্য তিনি তাদের সকল 'আমল নিষ্ফল করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : প্রথম আয়াতটিতে কিতাবের মাধ্যমে হিদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে যায়, তাদের কিছু অবস্থা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে কী বোঝায়, তা বলা হয়েছে। ফিরে যাওয়া হলো– জীবনের কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করা আর কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ্) কথা অনুসরণ করা।

এ ধরনের আচরণের ব্যাপারে এই আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা হলো–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফল হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে জর্জরিত করবে।

৩. ঐ ধরনের আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।

৪. ঐ আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

এ আয়াত থেকেও তাই জানা যায়– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের যে বিষয়গুলো কুরআনে উল্লেখ আছে তার সবগুলো পালন করতে হবে।

তথ্য-৭.৩

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا .

আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তারা না আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং না আখিরাতে। আর তাদের সঙ্গী হয় শয়তান, আর সে সঙ্গী কতই না মন্দ!

(সুরা আন নিসা/৪ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : মানুষকে দেখানোর জন্য ধন-সম্পদ ব্যয়সহ যে-কোনো কাজ করা (রিয়া) ইসলামের একটি মূল নিষিদ্ধ বিষয়। আর আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না বলে খেতাব পাওয়া ব্যক্তির জীবন শতভাগ ব্যর্থ। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– কুরআনে উল্লেখ থাকা মূল নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের একটিও পালন করলে মানব-জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তথ্য-৭.৪

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً ... ... وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا .

একজন মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের জন্য সংগত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা ... ... আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো

মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান জাহান্নামে, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন, তাকে লা'নত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৯২, ৯৩)

ব্যাখ্যা : কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা বড়ো (মূল) নিষিদ্ধ কাজ। চিরকাল জাহান্নামে থাকার অর্থ জীবন শতভাগ ব্যর্থ। তাহলে এ আয়াতের আলোকে সাধারণভাবে বলা যায়– কুরআনে উল্লিখিত মূল নিষিদ্ধ বিষয়ের একটিও পালন করলে বা মূল করণীয় বিষয়ের একটিও পালন না করলে মানব-জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

তথ্য-৭.৫

..... وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

... ... অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম; অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে, সে আগে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত। আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৭৫)

ব্যাখ্যা : সুদ খাওয়া বড়ো (মূল) নিষিদ্ধ কাজ। তাহলে এ আয়াতের আলোকেও সাধারণভাবে বলা যায়– কুরআনে উল্লিখিত মূল নিষিদ্ধ বিষয়ের একটিও পালন করলে বা মূল করণীয় বিষয়ের একটিও পালন না করলে মানব-জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ .

আর যে (মু'মিন) ব্যক্তি (মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৪)

ব্যাখ্যা : মিরাস বণ্টন একটি মূল করণীয় কাজ। তাহলে এ আয়াতের আলোকে সাধারণভাবে বলা যায়– কুরআনে উল্লিখিত মূল করণীয় বিষয়ের একটিও পালন না করলে বা মূল নিষিদ্ধ বিষয়ের একটিও করলে মানব জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : ৭ নং তথ্যের আয়াতসমূহের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের যে বিষয়গুলো কুরআনে উল্লেখ আছে তার সবগুলো পালন করতে হবে।

হাদীসের সনদ ও মতন
উভয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী যুগোপযোগী ব্যাখ্যাসহ

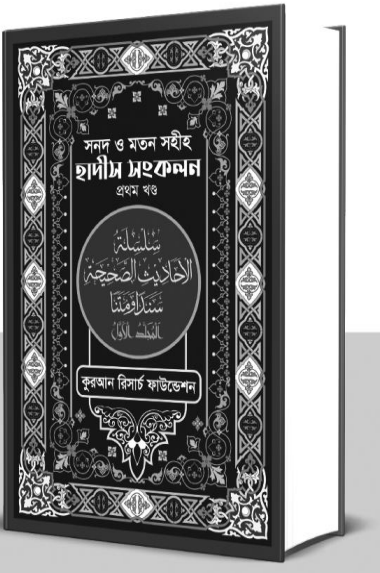

সনদ ও মতন সহীহ
ছাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। আগেই আমরা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায় জেনেছি। ওপরে উল্লিখিত কুরআনের তথ্যগুলো থেকে সহজে বোঝা যায় কুরআন ঐ প্রাথমিক রায়কে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. জন্মগতভাবে জানা বিষয়গুলো (মানব জীবনের ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো) বাস্তবায়ন করা তথা ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন করা এবং অন্যায় কাজগুলো প্রতিরোধ করা হবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

২. জীবনের অন্য ৩ বিভাগের বিষয় হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

৩. উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের সবগুলো পালন করতে হবে।

উপাসনামূলক কাজ	**ন্যায় ও অন্যায় কাজ**	**শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ**	**পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ**
কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, বিশ্রাম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কিত চূড়ান্ত রায়ের প্রবাহচিত্র হলো–

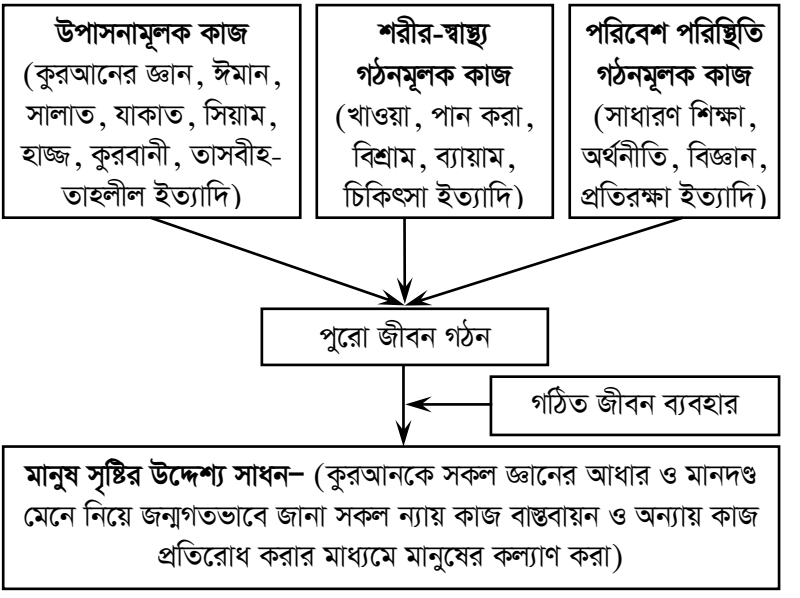

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী, হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি ৪টি–

১. সঠিক হাদীস (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে; বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. সঠিক হাদীস, সঠিক Common sense-এর (আকলে সালিম) রায়ের বিরোধী হবে না।
৪. সঠিক হাদীস বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধী হবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) এবং **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বই দুটিতে।

এ মূলনীতিসমূহ মনে রেখে এখন মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কে হাদীস পর্যালোচনা করা যাক–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ...

..... عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

ইমাম মুসলিম রহ. তারিক ইবন শিহাব রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন আবী শায়বা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– তারিক ইবনু শিহাব (আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবার হাদীস) থেকে বর্ণিত, মারওয়ান ঈদের দিন সালাতের আগে খুতবা দেওয়ার (বিদ'আতী) প্রথা প্রচলন করে। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "খুতবার আগে সলাত (সম্পন্ন করুন)"।

মারওয়ান বললেন, এখন থেকে সে নিয়ম পরিত্যাগ করা হলো। সাথে সাথে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রা. উঠে বললেন, ঐ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) তা পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন মন দিয়ে তা করবে (মনে অনুশোচনা রাখবে ও পরিকল্পনা করবে)। তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।

- মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-১৮৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষ অংশের আবু সা'ঈদ আল খুদরী রা.-এর বক্তব্য থেকে জানা যায়– সামনে অন্যায় হতে দেখলে প্রত্যেক ঈমানদারকে তা শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে হবে। কোনো কারণে সেটি না পারলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। আর কোনো কারণে তাও সম্ভব না হলে মনে

অনুশোচনা থাকতে হবে এবং মনে মনে ঐ অন্যায় কাজ বন্ধ করার পরিকল্পনা করতে হবে। যে ব্যক্তি এই শেষটিও করবে না তার ঈমান নেই বা সে ঈমান আনেনি বলে গণ্য হবে।

ঈমান আনা একটি উপাসনামূলক কাজ। তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়, ন্যায়-অন্যায় বিভাগের যে কোনো অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার বিষয়ে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী যথাযথ ভূমিকা না রাখলে 'ঈমান আনা' নামক উপাসনা বিভাগের আমলটি পালন করা হয়নি বলে ধরা হয়। এর কারণ হলো– ঈমান আনা আমলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মন-মানসিকতাকে এমনভাবে গঠন করা যেন তা ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো করার ব্যাপারে ব্যক্তিকে যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং যদি দেখা যায়– ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তি ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের ব্যাপারে কোনো প্রকার ভূমিকা রাখছে না, তবে নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তি ঈমান আনা আমলটির অনুষ্ঠানটি করলেও মন-মানসিকতাকে যথাযথভাবে গঠন করেনি। অর্থাৎ ঈমান আনা আমলটির মূল দিকটিতে তার ঘাটতি আছে। আর তাই সে ঈমান আনেনি বলে ধরা হবে।

Common sense অনুযায়ী যে বিষয় দিয়ে কোনো কিছু গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– ঈমান আনা বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়। আর ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

উপাসনামূলক কাজ	**ন্যায় ও অন্যায় কাজ**	**শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ**	**পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ**
কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, বিশ্রাম চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ . . . . . عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ قَالَ: لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে– আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. এই কথা ছাড়া কখনও খুতবা দিতেন না যে– খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৩২২২।
- হাদীসটির সনদ হাসান।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির একটি বক্তব্য হলো– খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই। খিয়ানাত করা একটি অন্যায় কাজ। আর ঈমান আনা একটি উপাসনামূলক কাজ। তাই এ হাদীসটি অনুযায়ীও অন্যায় কাজ থেকে দূরে না থাকলে ঈমান আনা নামের উপাসনামূলক আমলটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

সুতরাং ১ নং হাদীসটির মতো এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়– ঈমান আনা বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়। আর ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ . . . . . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন ইসহাক রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন ৩টি– সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মুনাফিক হলো সেই ব্যক্তি যে ঈমানের দাবি করে এবং প্রকাশ্যে মানুষকে দেখানোর জন্য কিছু আমল করে কিন্তু অন্তরে ঈমান আনে না। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সে মু'মিন নয়। হাদীসটিতে ৩টি কাজ করা ব্যক্তিকে মুনাফিক বলা হয়েছে– মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানাতের খিয়ানাত করা। এ ৩টি হলো ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজ। আর ঈমান আনা একটি উপাসনামূলক কাজ। তাই এ হাদীসটি অনুযায়ীও অন্যায় কাজ পালন থেকে দূরে না থাকলে ঈমান আনা নামের উপাসনামূলক আমলটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।

সুতরাং ১ নং হাদীসটির মতো এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়– ঈমান আনা বিষয়টি মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের বিষয়। আর ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ ...

..... وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ .

ইমাম মুসলিম রহ. আগের হাদীসে উল্লিখিত আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের উকবা ইবন মুকরাম রহ. থেকে শুনে তিনি তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন– মুনাফিকের চিহ্ন ৩টি (এরপর ৩ নং হাদীসটির বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য অতঃপর) যদিও সে সওম পালন করে এবং সলাত আদায় করে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْأَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ تَذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– আবু হুরায়রা রা. বলেন– জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্ স.! অমুক মহিলা সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তবে সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী।

লোকটি আবার বললো– ইয়া রসূলাল্লাহ্ স.! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম সিয়াম রাখে, সাদকা কম করে এবং সালাতও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজ মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি (রসূল স.) বললেন– সে জান্নাতী।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৯৯২৬।
- হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেওয়া ন্যায়-অন্যায় বিভাগের একটি অন্যায় কাজ। আর সালাত, সিয়াম ও যাকাত হলো উপাসনামূলক কাজ। হাদীসটি অনুযায়ী– প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেওয়ার কারণে প্রথম মহিলাকে জাহান্নামে যেতে হবে। অর্থাৎ তার ঐ উপাসনামূলক আমলগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হবে না।

অন্যদিকে কম (ফরজ, ওয়াজিব বাদ না দিয়ে) সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়ায় দ্বিতীয় মহিলা জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ তার ঐ উপাসনামূলক আমলগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হবে। এর কারণ হলো– সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ থেকে আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা দিয়ে গঠন করতে চেয়েছেন। ঐ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করার উপযোগী করে মানুষকে গড়ে তোলা।

প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত, সিয়াম ও যাকাত আদায় করলেও সে ইবাদাতগুলো থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়নি। তাই সে মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়েছে। ফলে তার ঐ আমলগুলো কবুল হয়নি এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় মহিলা ঐ আমলগুলো কম করলেও সেগুলো থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়েছে। তাই সে মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়নি। ফলে তার ঐ আমলগুলো কবুল হয়েছে এবং সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়েছে।

যে বিষয় দিয়ে কোনো কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় বা গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই এ হাদীসটি থেকে জানা যায়, সালাত, সিয়াম ও যাকাত তথা উপাসনামূলক আমল হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক বিষয়। আর ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبُوْ اِيَاس . . .

. . . . . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আদাম ইবন আবূ ইয়াস রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ছাড়েনি, তার খাওয়া বা পান করা ছেড়ে দেওয়াতে (সিয়াম পালন) আল্লাহর কোনো দরকার নেই (আল্লাহর কাছে কবুল হবে না)।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ১৯০৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সিয়াম উপাসনা বিভাগের কাজ। আর মিথ্যা কথা বা মিথ্যা আচরণ ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজ। হাদীসটি অনুযায়ী তাই ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো না করলে উপাসনা বিভাগের আমল কবুল হয় না। এর কারণ হলো উপাসনামূলক আমলের উদ্দেশ্য হলো আমলগুলোর অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় (যদি থাকে) থেকে শিক্ষা দিয়ে মানুষ গঠন করা যেন তারা ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলোকে যথাযথভাবে পালন করতে পারে।

সিয়ামের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা এমন মানুষ গঠন করতে চেয়েছেন যারা পেটে ক্ষুধা ও জৈবিক চাহিদা থাকলেও ন্যায়-অন্যায় বিভাগের অন্যায় কাজগুলো থেকে দূরে থাকবে এবং ন্যায় কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করবে।

যে বিষয় দিয়ে কোনো কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় বা গঠন করতে চাওয়া হয় তা সবসময় পাথেয় বিভাগের বিষয় হয়। তাই এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়,

সালাত, সিয়াম ও যাকাত তথা উপাসনামূলক আমল হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক বিষয়। আর ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ......

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি কুতাইবা বিন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা কি জানো সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হলো সে যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রসূলুল্লাহ স. বললেন– আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র হলো সে যে কিয়ামতের ময়দানে অনেক সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছে। অতঃপর তার (সালাত, সিয়াম, যাকাত ইত্যাদি) আমল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে তার সকল আমল বিনিময় হিসেবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপ তার ওপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৭৪৪।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : মানুষকে গালি দেওয়া, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করা, কাউকে

অন্যায়ভাবে আঘাত করা অন্যায় কাজ। হাদীসটিতে দেখা যায়– কেউ যদি দুনিয়ায় উল্লিখিত অন্যায় কাজগুলো করে তবে শেষ বিচারের দিন তার সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি উপাসনামূলক আমল বিফলে যাবে এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তাই ৫ ও ৬ নং হাদীস দুটির মতো এ হাদীসটি থেকেও বোঝা যায়– ন্যায় কাজ পালন করা এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা তথা ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর উপাসনমূলক কাজগুলো হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়।

হাদীস-৮

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِيْكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةٍ قَطُّ.

জাবের রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন– মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জিব্রাইল আ.-কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসীসহ উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব! তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে যে মুহূর্তের জন্যও নাফরমানি করেনি (উপাসনামূলক আমল থেকে দূরে থাকেনি)। রসূল স. বলেন, তখন আল্লাহ তা'য়ালা বললেন– তাকেসহ সকলের ওপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, সম্মুখে পাপাচার (অন্যায় কাজ) হতে দেখে মুহূর্তের জন্য তার চেহারা মলিন হয়নি।

- বাইহাকী, শুআবুল ঈমান (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি.) হাদীস নং-৭৫৯৫।
- হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– একটি শহরকে উল্টিয়ে দেওয়ার আদেশ পাওয়ার পর জিব্রাইল আ. শহরটিতে থাকা একটি লোকের শাস্তি ভোগ করার কারণ জানার জন্য আল্লাহকে বলেছিলেন– 'সে ব্যক্তি তো মুহূর্তের জন্যও তাঁর নাফরমানি করেনি তথা সে তো সকল উপাসনামূলক আমল পালন করছে'। জিব্রাইল আ.-এর ঐ কথার উত্তরে আল্লাহ বলেছেন– 'সম্মুখে পাপাচার তথা অন্যায় কাজ হতে দেখে মুহূর্তের জন্যও তার চেহারা মলিন হয়নি'।

সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যও চেহারা মলিন না হওয়ার অর্থ হলো– অন্যায় কাজ হতে দেখে তা প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া

এমনকি মনে অনুশোচনাও না হওয়া। তাই আগের হাদীসগুলোর মতো এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– ন্যায় কাজ পালন করা এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা তথা ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর উপাসনমূলক কাজগুলো হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় যে– ন্যায় কাজ পালন করা এবং অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকা তথা ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর জীবনের অন্য ৩ বিভাগের কাজ (উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য গঠন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠন) হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। এ ধরনের আরও হাদীস হাদীসশাস্ত্রে আছে।

তাই হাদীস অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্পর্কিত চূড়ান্ত রায়ের প্রবাহচিত্র হলো–

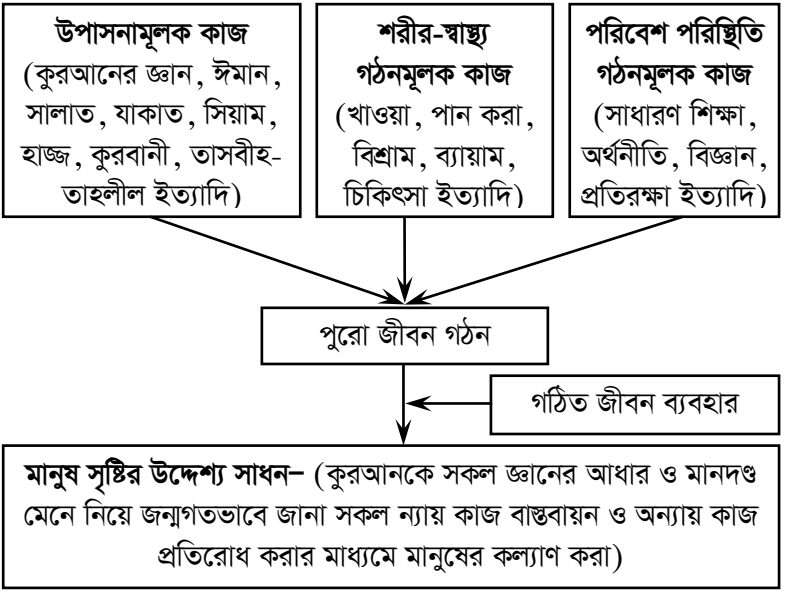

আকল/Common sense-এর মাধ্যমে জানা ন্যায়-অন্যায় কাজগুলোর তালিকা নির্ভুল ও পরিপূর্ণ কি না তা নিশ্চিত হওয়ার উপায়

জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির প্রভাবে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। তাই ঐ উৎসের মাধ্যমে জানা ন্যায়-অন্যায় (معروف ও منكر), খিদমতে খালক, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারের বিষয়ের তালিকা, বিশেষ করে মৌলিকগুলোর তালিকা নির্ভুল ও পরিপূর্ণ কি না সেটি নিশ্চিত হওয়া খুবই দরকার। কারণ, বিষয়গুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়। আর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান হলো– যেকোনো কাজের উদ্দেশ্য বা পাথেয় বিভাগের মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ গেলে কাজটি আংশিক নয় পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়।

বিষয়টির সমাধান মহান আল্লাহ চমৎকারভাবে করেছেন কিতাব পাঠানোর মাধ্যমে। ন্যায়-অন্যায়, খিদমতে খালক, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারের বিষয়গুলোর তালিকার নরম (Soft) উৎস হলো আকল/Common sense। আর শক্ত (Hard) উৎস আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত কিতাব। আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত কিতাবে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও পাথেয় বিভাগের সকল মৌলিক বিষয় আছে। ঐ কিতাবের সর্বশেষ ও বর্তমান পৃথিবীতে থাকা একমাত্র নির্ভুলটি হলো আল কুরআন। এ তথ্যটি কুরআন থেকে জানা যায় এভাবে– কাজগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রথম স্তরের মৌলিক তার সবগুলো আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনে উল্লেখ করে রেখেছেন। এ কথাটি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (জ্ঞানের উৎস) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কুরআন শুধু নির্ভুলই নয়, পৃথিবীর অন্য সকল গ্রন্থের নির্ভুলতা যাচাইয়ের মাপকাঠিও।

..... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ .

... ... আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাবটি নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল (মৌলিক) বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৮৯)

..... مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ .....

... ... আমরা কিতাবে (মৌলিক) কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি। ... ...

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৩৮)

তাই মানুষকে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense-এর মাধ্যমে জানা ন্যায়-অন্যায়, খিদমতে খালক, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারের বিষয়ের তালিকার নির্ভুলতা ও পরিপূর্ণতার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আল কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে। আর বর্তমানে আল কুরআনের সাধারণ জ্ঞানার্জনের সহজতম উপায় হলো– যুগের জ্ঞানের আলোকে লেখা একটি ভালো অনুবাদ কয়েকবার পড়ে নেওয়া।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মুসলিমরা যাতে কুরআনের ঐ বক্তব্যগুলো সহজে জানতে না পারে, সে জন্য ইবলিস শয়তান নানাভাবে ধোঁকাবাজি খাটিয়েছে এবং অধিকাংশ মুসলিম ইবলিসের সেই ধোঁকাবাজিমূলক কথাগুলোকে ইসলামের কথা মনে করে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তার ওপর আমলও করে যাচ্ছে।

ইবলিসের সেই ধোঁকাবাজিমূলক কথা কী কী তা জানতে পারা যাবে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত নিম্নের বইগুলো থেকে–

- মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
- কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
- ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
- যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে

পাথেয়ের মধ্যে যেগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ

কুরআন ও সুন্নায় পাথেয় বিভাগের কাজের মধ্যে উপাসনা বিভাগের কাজগুলোকে (কুরআনের জ্ঞানার্জন, ঈমান আনা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি) অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এ প্রশ্নটি মনে আসা স্বাভাবিক যে– উপাসনা বিভাগের কাজগুলোকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণ কী?

শ্রদ্ধেয় পাঠক! এ বিষয়ে পৃথিবীর কেউ নিশ্চয়ই দ্বিমত পোষণ করবেন না যে– কোনো কঠিন কাজ করতে হলে প্রথমে সে কাজ করার উপযোগী জনশক্তি এবং পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করা অবশ্যই দরকার। আর এর মধ্যে জনশক্তি গঠনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জনশক্তি গঠন বলতে তাদের মানসিক (বুদ্ধিবৃত্তিক) এবং শারীরিক উভয় গঠনকে বোঝায়। তবে এ দুটির মধ্যে মানসিক ও মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জনশক্তিই ব্যবহার করবে অন্যান্য উপায় উপকরণ। তারা যদি মানসিক ও মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযোগী না হয় তবে শরীর-স্বাস্থ্য ও অন্যান্য উপায় উপকরণ যাই থাকুক না কেন, সফলতা আসবে না।

যেমন ধরুন– কোনো সরকার যদি তার দেশের নাগরিকদের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করতে চায়, তবে প্রথমে তাকে ঐ কাজের উপযোগী চিকিৎসক, নার্স এবং উপায় উপকরণের (হাসপাতাল, ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এর মধ্যে জনশক্তির (চিকিৎসক, নার্স ইত্যাদি) মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা যদি মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযুক্ত না হয়, তবে তাদের শরীর-স্বাস্থ্য এবং অন্য উপকরণ প্রচুর থাকলেও তা সঠিকভাবে কাজে আসবে না। আর তাই মানুষের রোগ-ব্যধির চিকিৎসা হবে না।

কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও মান্য করে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজ করতেও

উপযুক্ত জনশক্তি ও উপায় উপকরণ দরকার। এর মধ্যে মানসিক ও মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযুক্ত জনশক্তিই হলো সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তাই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানসিক ও মৌলিক বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযুক্ত জনশক্তি গঠন করার কোনো ব্যবস্থা বা প্রোগ্রাম যদি আল্লাহর না থাকতো, তবে মহান আল্লাহ অবশ্যই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী সত্তা হতে পারতেন না (নাউযুবিল্লাহ)।

উপযুক্ত জনশক্তি তৈরির আল্লাহর সে ব্যবস্থা হচ্ছে উপাসনা বিভাগের কাজগুলো। ঐ কাজগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুসলিমদের বিভিন্ন শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে করার মাধ্যমে তারা যদি সেই শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করে এবং তা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করার জন্য তৈরি হয়ে যায়, তাহলেই শুধু তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। অন্যথায় নয়। তাই পাথেয় বিভাগের কাজগুলোর মধ্যে ঐ কাজগুলোকে ইসলাম বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। ঐ কাজগুলোর মধ্যে সালাত থেকে আল্লাহ যে অপূর্ব শিক্ষাগুলো দিতে চেয়েছেন, তা আলোচনা করা হয়েছে **'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে'** (গবেষণা সিরিজ-৩) নামক বইটিতে।

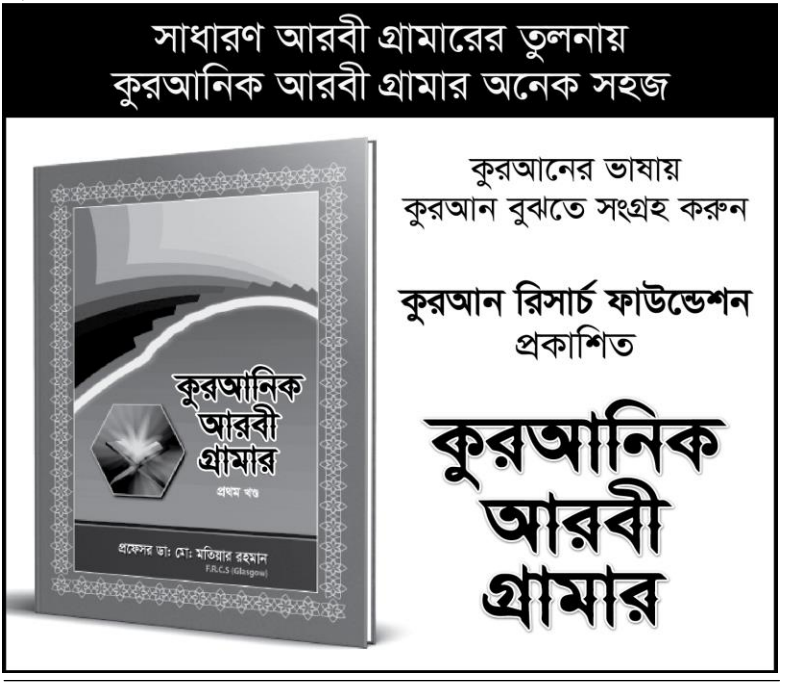

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কুরআনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব

আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা পরিপূর্ণ হবে না যদি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে কুরআনের জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব কতটুকু তা নিয়ে কিছু আলোচনা করা না হয়। কুরআন না জানলে একজন মানুষ নির্ভুলভাবে জানতে পারবে না যে, কে তাকে সৃষ্টি করেছেন? কী উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলো কী কী? সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাথেয়মূলক কাজ কী কী? মৃত্যুর পর কী হবে ইত্যাদি জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। ফলে তার পক্ষে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না বা হতে পারে না।

তাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কুরআনের জ্ঞানার্জন করা অবশ্যই মানুষের ১ নং বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে। আর এ কারণেই কুরআন ও সুন্নাহ, আল কুরআনের জ্ঞানার্জনকে একজন মুসলিম বা মানুষের সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবের কাজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকাকে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিষয় দুটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) এবং **'সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?'** (গবেষণা সিরিজ-২৮) নামক বই দুটিতে।

শেষ কথা

উদ্দেশ্যহীন চালক সারা জীবন গাড়ি চালালেও তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না। তাই কোনো মুসলিম যদি যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সঠিকভাবে না জেনে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে না রেখে তার জীবনের গাড়ি চালায়, তবে সেও তার পরম আকাঙ্ক্ষার গন্তব্যস্থল জান্নাতে পৌঁছাতে পারবে না। চাই সে প্রচলিত মতে যত বড়ো সালাত আদায়কারী, সিয়াম পালনকারী, দানবীর, পরহেজগার, বুজুর্গ, পীর, মাওলানা, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হোক না কেন।

কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও মান্য করে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করার উপায় কী, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। এটা **'মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি'** (গবেষণা সিরিজ-২) শিরোনামের বইতে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তাঁর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জীবনের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার তৌফিক দান করেন, কায়মনোবাক্যে এ দোয়া করে শেষ করছি।

ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রেখে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. মৌলিক শতবার্তা (যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

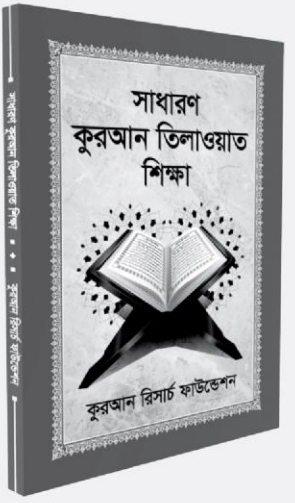

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

- দুই খণ্ড
- শুধু বাংলা
- পকেট সাইজ

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত

২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

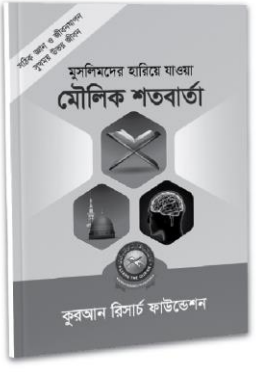

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১